যায়যায়দিন

তারিখ 25 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

এবারের বাজেট শিক্ষকদের জন্য হতাশার : রাশেদা কে চৌধুরী

যায়যায়দি রিপোর্ট

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেছেন, এবারের বাজেট শিক্ষকদের জন্য হতাশার। বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দিলেও বাজেটে আলাদা কোনো বরাদ্দ নেই। এমপিওভুক্তির জন্যও আলাদা বরাদ্দ নেই।

রোববার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রস্তাবিত বাজেটের শিক্ষা বরাদ্দ শিক্ষকদের প্রত্যাশা পূরণ ও শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে কতটা সহায়ক শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বছর দশেক আগেও শিক্ষা নিয়ে এত চিন্তাভাবনা ছিল না। সাংবাদিক বন্ধুরা এ বিষয়টিকে সবার সামনে এনেছেন। সামরিক খাতে শিক্ষার চেয়ে বাজেট বেশি। অথচ সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা শিক্ষিত জনগণ। সরকারের নীতি নির্ধারকদের এ বিষয়টি বুঝতে হবে। তিনি সরকারি জরিপের সমালোচনা করে বলেন, সরকার সব শিশুই স্কুলে ভর্তি হয়েছে বলে তথ্য দিচ্ছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন তার কতজন টিকে আছে? সরকার জরিপ করে। কিন্তু প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো জরিপ করেনি যা লজ্জাজনক। শতভাগ স্কুলে ভর্তির তথ্যও প্রতিবন্ধীদের বাদ দিয়ে করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক এ উপদেষ্টা বলেন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য আফ্রিকার দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। কেনিয়ায় মূল বাজেটের ৪৫ ভাগ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। শিক্ষা খাতে এবার আমাদের দেশে মোট বাজেটের ১১.৫ ভাগ নেমে এসেছে। বাজেট বড় আকারের হওয়ায় টাকা বেড়েছে। শিক্ষার্থীও বেড়েছে। ফলে মাথাপিছু শিক্ষার্থীর বাজেট কমেছে।

এমপিওভুক্তি ও চাকরি জাতীয়করণের জন্য বাজেটে আলাদা কোনো বরাদ্দ নেই

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী সালেহ আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীমউদ্দীন হলের প্রোভোস্ট ড. মো. আখতারুজ্জামান, ব্যানবেইসের সাবেক পরিচালক শফিউল আলম, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সহ-সভাপতি ড. হান্নানা বেগম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক, বাংলাদেশ কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এমএ সাত্তার, বেসরকারি অধ্যক্ষ সমিতির আহ্বায়ক মিজানুর রহমান চৌধুরী।